ভেজাল বিরোধী অভিযান

বার বার জরিমানা দিয়েও ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া

রিপোর্ট : **মাহমুদ রাজু**

রাজধানীর অফিস পাড়া মতিঝিলের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্ট 'ঘরোয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট'। ভোজাল বিরোধী অভিযানে নিয়োজিত ভ্রাম্যমান আদালত এপর্যন্ত ৪ বার জরিমানা করেছে। প্রথমবার রান্নাঘর গরম থাকার কারণে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে ৪০ হাজার টাকা । দ্বিতীয়বার এক বস্তা পচা গরুর মাংস পাওয়ায় ৩০ হাজার টাকা (হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি তারা গরুর মাংস পরিবেশনই করে না। পুলিশ ভালো এক বস্তা খাসির মাংস ড্রেনে ফেলে দিয়েছে)। তৃতীয়বার বাথরুমের দরজা খোলা থাকার কারণে এবং সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার কারণে ১০ হাজার টাকা। চতুর্থবার মিনারেল ওয়াটারের বোতলে সাধারণ পানি পরিবেশন করার কারণে ৮০০ টাকা জরিমানা করা হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা হয় ঘরোয়া হোটেলের ম্যানেজার সোহেল ও আজহারের সঙ্গে। তারা জানান, প্রথমবার জরিমানার পর ৫ লাখ টাকা খরচ করে রান্নাঘর সাজানো হয়েছে। অভিযান প্রসঙ্গে তাদের দাবি দলে এমন লোক রাখা উচিত নয় যারা আসলে ভালো খাবার চেনেই না।

শুধু ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট নয় রাজধানীর অনেক খাবারের দোকানে একাধিক বার হানা দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। তার মধ্যে দু/চারটি ছাড়া সবগুলোতেই দ্বিতীয়/ তৃতীয় বারের অভিযানেও একই রকম ত্রুটি পেয়েছে আদালত এবং জরিমানাও করেছে।

যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তায় অবস্থিত চাংপাই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। চাংপাই রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, 'আমরা কখনই খারাপ খাবার পরিবেশন করি না। ফেলে দেওয়ার জন্যে কিছু নষ্ট মাংস ছিল। অভিযানে এসে এগুলো দেখেই হুট করে জরিমানা করে দিয়েছে। আমাদের কোনো কথাই শোনেনি'। তিনি আরও জানান, 'এরপর থেকে তারা তাদের খাবারে কোনো প্রকার রঙ ব্যবহার করছেন না। খাবারের দাম বাড়িয়েছেন কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, মূল্য বৃদ্ধির কারণে কিছুটা বাড়াতে হয়েছে, তবে এর সঙ্গে অভিযানের কোনো সম্পর্ক নেই'। অভিযানের পর তাদের দোকানের খদ্দের কিছুটা কমেছে বলেও তিনি স্বীকার করলেন। ভেজাল বিরোধী অভিযানের বিষয়ে জানাতে চাইলে তিনি জানান, 'সবই ঠিক আছে তবে দলের সঙ্গে ২/১ জন খাদ্য বিশেষজ্ঞ যারা সত্যিকারের ভালো খাবার চেনেন তারা থাকলে ভালো হয়'।

দেশের অভ্যন্তরীণ দুধের চাহিদা মেটানো সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটাকে পরপর দুবার জরিমানা করেছে ভেজাল বিরোধী অভিযান। এরকম একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান কেনই বা ভেজাল এবং নষ্ট দুধ পরিবেশন করবে এবং কেনইবা পরপর দুবার জরিমানা করতে হবে। তাহলে সাধারণ মানুষ কাদের ওপর আস্থা রাখবে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর রিপোর্টারের সঙ্গে কথা হয় মিল্ক ভিটার মহাব্যবস্থাপক এস এ এম আনওয়ারুল হকের সঙ্গে। তিনি জানান, 'যে দুবার মিল্ক ভিটাকে জরিমানা করা হয় তার কোনোবারই খারাপ কোয়ালিটির জন্যে নয়। বরং প্যাকেটে এক্সপাইরি ডেট সংশ্লিষ্ট একটু ভুলের জন্যে। আমাদের যে ৮টি মেশিনে প্যাকেটে ডেট লেখা হয় তার দুটিতে একটু ভুল ছিল। আর সে জন্যেই প্রথম বার জরিমানা করেছিল।' পরের বার কেন জরিমানা করা হল তার জবাবে তিনি জানান, 'পরের বার যখন জরিমানা করল তখন ছিল রোজার মাস। বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকার কারণে আমরা কয়েকটি এক্সট্রা মেশিনে কাজ করছিলাম। কিন্তু ঐ এক্সট্রা মেশিনগুলোতে ডেট লেখার ফ্যাসিলিটিজ ছিল না। ঐ কারণেই আমাদের কিছু প্যাকেটে ডেট উল্লেখ ছিল না। কিন্তু কখনই

†i÷‡i›U gwjK ÿgv PvB‡Qb g¨wR‡÷‡Ui Kv‡Q

কোয়ালিটির কারণে কিংবা ভেজালের কারণে মিল্ক ভিটাকে জরিমানা করা হয়নি।'

মিল্ক ভিটার গরুর দুধে গুঁড়া দুধ মিশানো হয় কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, দেখুন সব জায়গার গরুর দুধে সমান পরিমাণ ফ্যাট থাকে না। এই জন্যে যে সব জায়গার দুধে ফ্যাট কম থাকে সেই সব জায়গার দুধে আমরা বাড়তি ফ্যাট মিশিয়ে ব্যালান্স করি। কারণ আমরা চাই আমাদের সব দুধে সমান উপকরণ থাকুক। কিন্তু সেটা আমাদের নিজস্ব মিল্ক ভিটারই ফ্যাট। বাইরের কারো কাছ থেকে আমরা তা কিনে আনি না। আমরা দেখেছি জামালপুর থেকে সংগ্রহ করা দুধ সবচেয়ে ভালো। দুধের ক্রমবর্ধমান দামের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রামের বাজারে দুধের দাম বেড়ে গেছে। পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। সব মিলিয়ে আমরা বাধ্য হচ্ছি দাম বাড়াতে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই মুহূর্তে যদি ভেজাল বিরোধী মোবাইল কোর্ট আবার যায় তাহলে কি আবার জরিমানা হবে? জনাব হক জানালেন, সে সম্ভাবনা নেই। তবে তারা যদি আমাদের কোনো ভুল বের করতে পারে তাহলে আমরাই খুশি হব। কারণ আমরা সেটি সংশোধন করে নিতে পারব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কটি হলে অভিযান চালানো হয়েছিল তার মধ্যে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল অন্যতম। সেখানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। এরপর ক্যান্টিন ম্যানেজার খবারের মান ভালো করার শর্তে ১ টাকা/ ২ টাকা করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। ছাত্ররা সেটি মেনেও নিয়েছিল। প্রথম ৪/৫ দিন খাবারও পরিবেশন করা হয়েছিল ভালো। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আগের মতো ক্যান্টিন ম্যানেজার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, নেতাদের ফাও খাওয়া ইত্যাদি ভাঙা রেকর্ড বাজাতে থাকে। হলের অধিকাংশ আবাসিক ছাত্র মেসে খাওয়া দাওয়া করায় ক্যান্টিনের প্রতি প্রশাসনের আগ্রহও কম। সব মিলিয়ে আবারো পুরনো রূপে ফিরে এসেছে মুহসীন হল ক্যান্টিন।

হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক হাসিবুর রশীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'আমি ক্যান্টিনে বলেছি ভালো খাবার পরিবেশন করতে। এর পরেও যদি খাবার ভালো না দেয়। ছাত্ররা অভিযোগ করলে ক্যান্টিন ম্যানেজার পাল্টে দেব।' এখানে উল্লেখ্য, সাধারণত প্রথম বর্ষের ছাত্ররা এবং অতিথিরা ক্যান্টিনে খায়। আবাসিক ছাত্ররা অধিকাংশই ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত মেসে খাবার খায়।

ভেজাল বিরোধী অভিযান প্রথম দিকে যে ক্রেজ সৃষ্টি করেছিল মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে তা এখন বেশ কিছুটা ম্লান। এরই মধ্যে অভিযানে সংশ্লিষ্টদের কারও কারও নামে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। এমনও শোনা গেছে, অভিযানে যাবার আগেই মোবাইল ফোনে সংশ্লিষ্ট দোকানকে অবহিত করছে ভ্রাম্যমান আদালতের সঙ্গে সংশ্লিস্টরাই। আবার জরিমানার টাকা তুলতে গিয়ে চাঁদাবাজি করছে পুলিশ কনস্টেবল এবং পেশকার।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের বেপরোয়া আচরণের কারণে ক্রেতারা আজ অনেকটাই কোণঠাসা। এমনও দেখা গেছে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চারবার অভিযান করে প্রতিবারেই একই রকম দৃশ্য দেখা যায় এবং জরিমানা করা হয়। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয় না। বরং জরিমানার টাকা তোলার জন্যে খাবারের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অনেক খাবারের দোকান বা প্রতিষ্ঠাণের খাদ্যের গুনগত মান এই অভিযানের ফলে উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠাণের চিত্রই ভিন্ন, তারা খাবার তৈরির পরিবেশ বা খাবারের মান উন্নয় করেনি। আদালত আসছে, জরিমানা করছে, তারপরও তারা ভেজাল খাবারই বিক্র করছে। ভেজাল খাবার বিক্রিতে মুনুফার পরিমাণ এতই বেশি যে বার বার জরিমানা দিতে তাদের যেন অনিহা নেই। একবার সতর্ক করার পর কোন প্রতিষ্ঠাণে যদি দ্বিতীয় বারও তা সংশোধ না করা হয় তবে সেসব প্রতিষ্ঠাণের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থার কথা ভাবা প্রয়োজন হয়ে পরেছে। এ লক্ষে নতুন আইন প্রনয়ণ করা প্রয়োজন হলে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আসু প্রয়োজন।

'যেমন নির্লজ্জভাবে ভেজাল মিশানো হয় তা ধরতে বিশেষজ্ঞের দরকার নেই'

রোকন-উদ-দৌলা
ম্যাজিস্ট্রেট, ভেজাল বিরোধী ভ্রাম্যমান আদালত

সাপ্তাহিক ২০০০ : কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে একাধিকবার অভিযান হচ্ছে এবং জরিমানাও হচ্ছে। তার মানে কি এই যে অভিযানে তেমন লাভ হচ্ছে না?

রোকন-উদ- দৌলা : আমি যে সব জায়গায় গিয়েছি সে সব জায়গায় একাধিকবার যাওয়ার দরকার হয়নি। একবারেই কাজ হয়েছে আরও কয়েকটি টিম আছে তো। কাজেই আমি ঠিক বলতে পারব না।

২০০০ : যেমন মতিঝিলে ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে ৪ বার জরিমানা হয়েছে। মিল্কভিটায় ২ বার ইত্যাদি।

রোকন-উদ- দৌলা : এসব নির্ভর করে জনগণের সচেতনতার উপর। জনগণ যদি সচেতন হয়ে জরিমান করা রেস্টুরেন্টে আর না যায় তাহলে তো সবচেয়ে ভালো হয়। জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা ছাড়া খাদ্যে ভেজাল রোধ করা যাবে না।

২০০০ : ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে টিমে নাকি খাদ্য বিশেষজ্ঞ নেই। অনেক সময় কোর্ট ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।

রোকন-উদ- দৌলা : সিদ্ধান্ত ভুল হলে তারা আপিল করতে পারে। তাতে তো কোনো সমস্যা নেই। আর যেমন নির্লজ্জভাবে ভেজাল মিশানো হয় তা ধরতে বিশেষজ্ঞের দরকার নেই।

২০০০ : কোর্টের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে...

রোকন-উদ- দৌলা : আমরাও অভিযোগ পেয়েছি। প্রমাণিত হলে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০০০ : আপনার কি মনে হয় মোবাইল কোর্ট কতটা সফল?

রোকন-উদ- দৌলা : আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করছি। বাকিটা করবে জনগণ এবং সেই সঙ্গে আরও কঠোর আইনও প্রয়োজন।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
২২/১৫, খিলজী রোড, শ্যামলী মোঃপুর, ঢাকা
9137450, 0178194753